দৈনিক সংবাদ

C92

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

12 MAR 1987

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি আবাসিক হলে পুলিশী অভিযান।। ব্যাপক সংঘর্ষ।। ৩৫ জন গ্রেফতার

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গতকালও অশান্ত ছিল। পুলিশ গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি আবাসিক হলে ঢুকে শতাধিক কক্ষ তছনছ এবং ৩৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। দুপুরে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে দেড় ঘন্টাব্যাপী ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে কাঁদানে গ্যাস ও ইটপাটকেল ছোড়া হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ৩টি গাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে।

গতকাল সকালে পুলিশ ক্যাম্পাসে ঢোকার পর বিকেলে অবস্থান বদলালেও রাত দশটায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তারা সূর্যসেন হলের সামনে অবস্থান করছিল। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী গতকাল হলত্যাগ করেছে। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে একদল পুলিশ শহীদুল্লাহ হলের ২ নং বর্ধিত ভবনে ঝটিকা অভিযান চালিয়ে ৭৫ কক্ষবিশিষ্ট এই ভবনের অধিকাংশ কক্ষ ব্যাপকভাবে ভাঙচুর এবং ছাত্রদের নির্মমভাবে লাঠিপেটা শুরু করে। পুলিশ অভিযোগ করেছে যে, ভবনটির ছাদ থেকে তাদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়েছিল। পেটাতে পেটাতে ছাত্রদেরকে হলের মাঠে জড়ো করা হয় এবং রক্তাক্ত না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রদের ওপর পুলিশের এই নির্যাতন চলতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এক পর্যায়ে পুলিশ ছাত্রদের মাটিতে শুইয়ে নির্যাতন করে। পুলিশের প্রহারে মারাত্মক আহত ৩জন ছাত্রকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় ৩৪ জন ছাত্রকে

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

৩৫ জন গ্রেফতার

(১ম পাতার [illegible]

পুলিশের গাড়ীতে তুলে [illegible] হয়। অভিযোগ পাওয়া গেছে, ছাত্রদের বেধড়ক পেটানোর সময় হলের একজন আবাসিক শিক্ষক বাধা দিলে পুলিশ তাকে অপমান করে। হলের প্রধান ভবন এবং ১ নং বর্ধিত ভবনের গেট তালাবন্ধ থাকায় পুলিশ সেখানে ঢুকতে পারেনি। উপাচার্য দুপুরে হলে আসেন এবং ছাত্রদের সাথে কথাবার্তা বলেন। পুলিশ বিকেল পর্যন্ত হল প্রাঙ্গণে অবস্থান করে। বেলা ১২ টার দিকে ছাত্ররা চানখারপুল এলাকায় বিআরটিসি'র ২টি ট্রাকে আগুন দেয়।

এদিকে সকাল সাড়ে এগারটার দিকে কাঁটাবন এলাকায় পুলিশ ছাত্রদের মিছিল করতে বাধা দেয়ার পর সেখানে একটি জীপে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। আধঘন্টা পরে পুলিশ কাঁটাবনের দিক থেকে কলাভবন এলাকায় ঢুকে ছাত্রছাত্রীদের ধাওয়া করে। তারা কলাভবন প্রাংগণ এবং ভবনের পশ্চিম দিকের মাঠ দখল করে নিলে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেয়। ছাত্রদের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রায় দু'ঘন্টাব্যাপী এই সংঘর্ষে ২/৩টি পটকা বিস্ফোরিত হয়। পুলিশ কমপক্ষে ১৫ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে এবং প্রচুর ইটপাটকেল বিনিময় হয়।

দুপুর দু'টার দিকে পুলিশ সূর্যসেন হলের তালা দেয়া গেট ভেঙে হলে ঢোকার চেষ্টা করে। আধ ঘন্টারও বেশী সময় পর এই চেষ্টা ব্যর্থ হলে পুলিশ পাশের দেয়াল ফুটো করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। হলে অবস্থানকারী ছাত্ররা ইতিমধ্যেই পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ বন্ধ দরজা ভেঙে বিভিন্ন কক্ষে ঢুকে ভেতরের জিনিসপত্র ভাঙচুর ও তছনছ করে। ছাত্ররা অভিযোগ করেছে যে, তাদের বইপত্র, কাঁপড়-চোপড়, ক্যামেরা, ক্যাসেট রেকর্ডার পুলিশ হয় নিয়ে গেছে নয়তো নষ্ট করেছে। পরে প্রক্টর, হল প্রাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষক আলাপ-আলোচনার পর বাইরে অবস্থানকারী ছাত্রদের হলে ঢোকার ব্যবস্থা করেন। পুলিশ সূর্যসেন হলের ৬৫টি কক্ষ তছনছ ও ভাঙচুর করেছে বলে হল প্রশাসনসূত্রে জানা গেছে।

পুলিশের একটি দল দুপুর আড়াইটার দিকে মুহসীন হলের নীচতলায় গিয়ে অবস্থান নেয়। তারা এই হলের কোন কক্ষে না ঢুকলেও তাদের সাথে কথাবার্তার এক পর্যায়ে একজন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। বিকেল ৫টার পর পুলিশ মুহসীন এবং সূর্যসেন হলের গেট ছেড়ে আন্তর্জাতিক হোস্টেলের পাশে অবস্থান নেয়। এ সময় আকস্মিকভাবে পুলিশ সূর্যসেন হলের পেছনের কাঁটাবন বস্তির অধিবাসীদের ১০ মিনিটের মধ্যে ঘরবাড়ী ভেঙে চলে যেতে বলে। সেখানে বসবাসরত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা উপাচার্যের শরণাপন্ন হলে উপাচার্য বস্তিবাসীদের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পুলিশকে বারণ করে. এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ৭ দিনের [illegible]